সূচিপত্র

ভূমিকা ৮

খেলাধুলা ও বিনোদন জগতের সাথে দ্বীন-ঈমানের সাংঘর্ষিক দিকগুলো ১১

প্রথম : দ্বীন-ঈমানকে জীবনের লক্ষ্য বানানোর জায়গা থেকে সরিয়ে দেয় ১১

দ্বিতীয় : মুহাম্মাদে আরাবি ﷺ-কে আদর্শের জায়গা থেকে সরিয়ে দেয় ১৯

তৃতীয় : অন্যায় ও অশ্লীলতার প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে ভালোবাসার বীজ বপন করে দেয় ২৬

চতুর্থ : ব্যাপকভাবে জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করে ৩২

ইসলাম জাতীয়তাবাদের মতো নোংরা মতবাদকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করে ৩৬

পঞ্চম : খেলার মাধ্যমে জুয়া বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ৩৮

ষষ্ঠ : খেলাধুলা-বিনোদনের নামে চলছে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ৪৩

সপ্তম : ব্যক্তি থেকে নিয়ে রাষ্ট্র পর্যন্ত অঢেল অর্থের অপচয় ৫২

অষ্টম : খেলাকে কেন্দ্র করে বসে পতিতা ও মাদকের আসর ৫৬

নবম : সময়ের অপচয় ৬১

দশম : খেলাধুলা অন্তর থেকে কুফর ও কবীরা
গুনাহর প্রতি ঘৃণা দূর করে দেয় ৬১

একাদশ : অশ্লীলতা প্রচারকারী টিভি-মিডিয়া
খেলার মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা আয় করে ৬২

দ্বাদশ : খেলার ফাঁকে ফাঁকে টিভির পর্দায় ভেসে ওঠে
নগ্ন দেহ, মদ ও অবৈধ পণ্যের বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ৬৪

ত্রয়োদশ : খেলা এখন বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্র ৬৬

চতুর্দশ : এবারের আকর্ষণ উমরা ৬৮

পঞ্চদশ : খেলাধুলা সালাতসহ
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত থেকে বিমুখ রাখে ৬৮

ষোড়শ : খেলা ও খেলোয়াড়কে কেন্দ্র করে চলে ৬৯

সপ্তদশ : খেলাধুলা ও বিনোদন
জিহাদের চেতনা বিলুপ্ত করে দেয় ৭০

অষ্টাদশ : আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র আকীদা বিসর্জন ৭২

ঊনবিংশ : খেলাকে কেন্দ্র করে হচ্ছে দলাদলি,
কোন্দল, ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি ৭৪

বিংশ : খেলাধুলার মাধ্যমে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ
ফরজ বিধান—সতর লঙ্ঘন হয় ৭৫

পরিশিষ্ট **৭৮**

শাইখ বিন বায (রহিমাহুল্লাহ)-এর ফতোয়া ৭৮

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বর্তমান সময়টা ফিতনার সময়। এ সময়ে মুসলিম যুবক-যুবতী ও তরুণ-তরুণীদের জন্য সুস্পষ্ট শিরক ও কুফরের মতো ভয়াবহ ফিতনা তাদের আশেপাশেই রয়েছে।

সাধারণত যাদের দিলে সামান্যতম আল্লাহর ভয় আছে, দ্বীন ইসলামের প্রতি আকর্ষণ আছে, তাদেরকে সহজেই সুস্পষ্ট শিরক-কুফরে লিপ্ত করানো যায় না। তাই আল্লাহর দুশমনরা সময়ে সময়ে ভিন্ন পথে, ভিন্ন নামে মুসলমানদেরকে বিপথগামী করে। দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তেমনই একটি ভয়াবহ ফিতনা হলো—বিনোদন ও খেলাধুলা। বিনোদন ও খেলাধুলার নামে মুসলমানদের দিল থেকে দ্বীনের ভালোবাসা, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভালোবাসা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যুবক-যুবতীদের হৃদয় থেকে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর ভয়, কবরের আযাবের ভয়, জাহান্নামের ভয় সবকিছুই হারিয়ে গেছে।

আমরা যদি আমাদের বর্তমান প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের দিকে তাকাই, তা হলে দেখব তারা বিনোদন ও খেলাধুলার এমন এক জগতে প্রবেশ করেছে, যেখান থেকে উঠে আসা অসম্ভব প্রায়। এখনই যদি আমরা তাদের হাত না ধরি, তাদেরকে এই অন্ধকার জগৎ থেকে উদ্ধার করে আলোর পথ প্রদর্শন না করি, তা হলে (আল্লাহ না করুন) অদূর ভবিষ্যতে তারাই হবে ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন।

তাই আসুন! তূণীর থেকে তির বেরিয়ে যাওয়ার আগেই আমরা সতর্ক হই এবং মুসলিম তরুণ-তরুণীদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলি:

তোমাদের জন্ম তো হয়েছিল পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তোমরাই যদি হারিয়ে যাও! কাফিরদের পাতা ফাঁদে পা দাও! তা হলে কে রুখে দাঁড়াবে? কে আল্লাহর দ্বীনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দেবে? তোমাদের প্রত্যেকের অনুভূতি তো এমন হওয়া দরকার 'أَيَنْقُصُ الدِّيْنُ وَأَنَا حَيٌّ' 'আমি বেঁচে থাকতে দ্বীনের ওপর কোনো আঘাত আসবে! এটা কী করে সম্ভব?'

বর্তমানে যাদের হাতে আমাদের রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে আছে এবং আগামীতে যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার হবে, তাদের উভয় শ্রেণির মাঝেই রয়েছে দ্বীনের প্রতি এবং দ্বীনের বিধিবিধানের প্রতি অনীহা। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষ তাদের থেকে দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষও প্রকাশ পাচ্ছে। এর অন্যতম বড় কারণ হলো—তারা বেড়ে উঠেছে বিনোদনমুখী পরিবেশে এবং এখনো বিনোদনের মধ্যেই ডুবে আছে। আখিরাতকে টার্গেট বানানোর কথা তারা ভুলে গেছে। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বিরাও এই ফিতনায় আক্রান্ত। তাই এই ফিতনার বিস্তার ও ভয়াবহতা সুস্পষ্ট কুফর ও শিরকের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। যারা এই ফিতনায় আক্রান্ত হয়েছে, পরবর্তীতে তাদের অনেকেই সুস্পষ্ট কুফর-শিরকেও লিপ্ত হয়েছে! (আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজত করুন)।

আমরা চেয়েছি মুসলিম যুবক-যুবতীদের সামনে তাদের জীবনের আসল টার্গেট তুলে ধরতে। পাশাপাশি যে মোহনীয় শিরোনামের আড়ালে তাদেরকে তাদের জীবনের আসল টার্গেট থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করতে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল ও মাকবুল করুন, আমীন।

মানুষ মাত্রই ভুল করে। আমরাও ভুলের ঊর্ধ্বে নই। বিজ্ঞ পাঠকের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন, কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। পরবর্তীতে শুধরে নেওয়া হবে, ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সব ধরনের ফিতনা থেকে হেফাজত করুন। মুসলিম যুবক-যুবতীদের মনে বিনোদন ও খেলাধুলার প্রতি সর্বোচ্চ ঘৃণা তৈরি করে দিন। পাশাপাশি দ্বীন-ঈমানের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে দুনিয়া থেকে কুফর-শিরককে মিটিয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন।

আল্লাহ তাআলা এই বইয়ের লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ যারা নানানভাবে এই কাজের সাথে যুক্ত আছেন, তাদের সবাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন, আমীন।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই বইয়ের আলোচনা দাওয়াতি ভাষায়। ইলমি বা ফিকহি ভাষায় নয়।)

খেলাধুলা ও বিনোদন জগতের সাথে দ্বীন-ঈমানের সাংঘর্ষিক দিকগুলো

প্রথমে খেলাধুলা ও বিনোদন জগতের সাথে দ্বীন-ঈমানের সাংঘর্ষিক দিকগুলো তুলে ধরা হলো—

প্রথম : দ্বীন-ঈমানকে জীবনের লক্ষ্য বানানোর জায়গা থেকে সরিয়ে দেয়

সামনে বিশ্বকাপ আসছে। এবারের আয়োজক কাতার। এমনিতে যত মুসলিম রাষ্ট্র আছে, তার মধ্যে কাতারকে ইসলামের কাছাকাছি রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হয়। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র কাতারকে জঙ্গী রাষ্ট্র বলে। এর অনেকগুলো কারণ আছে। ব্রাদারহুডের অনেক নেতাকে আশ্রয় দিয়েছে কাতার, কাতারের সাথে তুরস্কের সম্পর্ক ভালো, এরকম বিভিন্ন কারণ আছে।[১]

যাই হোক, এমনিতে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে মুসলমানদের পাশে কাতার সবচেয়ে বেশি থাকে। অনেক ইস্যুতে কাতার মুসলমানদের পাশে থাকে। এখন এই কাতার এমন আয়োজন করছে, যা এককথায় বিরল। পুরো কাতারের চেহারা বদলে গেছে।

এখন আমাদের যেটা করা দরকার সেটা হলো, বর্তমানে ক্রিকেট বা ফুটবল বা

[১] আরব আমিরাতকে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় দিতে অনেকে লজ্জা পায়। এমনিতে একে আরবের একটা রাষ্ট্র হিসেবে বলা হয়। কেননা ইউরোপে যা হয়, এর অনেক কিছু দুবাইতেও হয়। তাই একবার দুবাইতে ঘুরতে যাওয়ার পর একে আর মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে কেউ বলতে চায় না। বলার সুযোগও নাই। বর্তমানে ইসরাইলের সাথে আরব আমিরাতের ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক বেশি বেড়েছে। ইসরাইলের সাথে ইরানেরও ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। ইরান মুসলমানদের জন্য ইউরোপ-আমেরিকার চেয়েও বড় হুমকি। সবচেয়ে বড় শত্রু। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিকভাবে দ্বীন বোঝার তাওফীক দান করুন।

অনান্য খেলা যেগুলো আন্তর্জাতিকভাবে হয়, সেগুলোর সাথে ঈমানের কোন কোন বিষয় সাংঘর্ষিক তা দিলের মধ্যে আনা। বিনোদন-খেলাধুলা, আনন্দ-উৎসব মানুষকে আল্লাহর দ্বীন থেকে সরানোর মাধ্যম হিসেবে বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কুরআনের আয়াত থেকে বুঝা যায় এসব আয়োজন পূর্ববর্তী জাতিদের মধ্যেও ছিল।

মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়াতে আসার পর দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলে মানুষ যখন কুরআনের আগ্রহে, দ্বীনের আগ্রহে তাঁর কাছে আসতে শুরু করে তখন মক্কার কাফিররা বিনোদনের নামে, খেলাধুলার নামে, গানবাজনার নামে বিনোদনকে মানুষের কাছে সহজলভ্য করে দিতে চেয়েছে। যাতে মানুষকে দ্বীন থেকে, রাসূল থেকে, কুরআন থেকে দূরে সরানো যায়।

আল্লাহ তাআলা মানুষের দিলের ভেতর এই যোগ্যতা দিয়েছেন যে, সে কোনোকিছুর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে, সেটা নিয়ে ভাববে, চিন্তাভাবনা করবে, সেইসবের আলোচনায় ব্যস্ত হবে। মানুষ যাতে দ্বীন-ঈমান নিয়ে ভাবতে পারে, আখিরাত নিয়ে চিন্তা করতে পারে, উঠতে-বসতে, আলোচনায় আখিরাতের ফিকির করে, এ জন্যই মূলত আল্লাহ তাআলা এই যোগ্যতা দিয়েছেন।

মানুষ সাধারণত কোনো জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায়। ব্যস্ত থাকতে চাওয়ার এই প্রবণতা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন যাতে মানুষ দ্বীন-ঈমান নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই যে মানুষের ব্যস্ত থাকার মনোভাব এইটা কাফিররা কাজে লাগাতে চেয়েছে বিনোদনের মাধ্যমে। খেলাধুলা আর বিনোদনের মাধ্যমে কাফিররা মুসলমানদের ব্যস্ত রাখতে চায় যাতে সে দ্বীন-ঈমান থেকে দূরে সরে যায়।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيْٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴿٧﴾

“একশ্রেণির লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ

করার উদ্দেশে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। যখন ওদের সামনে আমার আয়তসমূহ পাঠ করা হয়, তখন ওরা দম্ভের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা শুনতেই পায়নি অথবা যেন ওদের দুই কান বধির। সুতরাং ওদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।”[২]

এই আয়াতের শানে নুযূল বা প্রেক্ষাপট সহীহ বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত। প্রেক্ষাপট আমাদের কাছে বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষিত আছে, যাতে আমরা আয়াতের মর্ম বুঝতে পারি।

নযর ইবনু হারিস। মক্কার একজন নেতৃস্থানীয় কাফির। সে পারস্যে (বর্তমান ইরান) গিয়েছে। পারস্যে তখন বিভিন্ন বিনোদনের আয়োজন ছিল। এই যুগের ভাষায় বলতে গেলে বিভিন্ন উপন্যাস, রাজা-বাদশাহর কিচ্ছা-গল্প প্রচলিত ছিল। আর এগুলোর প্রতি মানুষের স্বভাবজাত আকর্ষণ রয়েছে।

আমাদের দেশেও ইসলামের নামে বিভিন্ন উপন্যাস বাজারে আছে। উপন্যাস নামের আগে ‘ইসলামি’ শব্দ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসের আগে ইসলামি শব্দ লাগানো, মদের আগে ‘ইসলামি’ শব্দ লাগিয়ে ‘ইসলামি মদ’ নামে চালিয়ে দেওয়ার মতোই।

ইসলামের ইতিহাসের নামে অনেকে নানা ধরনের উপন্যাস লিখেছে। যেমন নসীম হিজাজী, শফিউদ্দীন সরদার প্রমুখ। ইতিহাসকে মানুষের মাঝে গলধঃকরণ করানোর জন্য তারা এর মধ্যে বিভিন্ন প্রেম-কাহিনি রসালো করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ইসলাম মানুষকে যে জিনিস থেকে দূরে সরায়, তা-ই ইসলামের নামে, ইতিহাসের নামে ঢুকানো হয়েছে। এবং এই জিনিসটা মানুষের কাছে খুব স্বাভাবিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

যাই হোক, নযর ইবনু হারিস ওই যুগের বিভিন্ন উপন্যাস ও কিচ্ছা-কাহিনি নিয়ে মক্কায় এসেছে মানুষকে দ্বীন থেকে সরানোর জন্য। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী একজন বাদীও নিয়ে এসেছে। যে গান গাইতে পারত, গানের আসর জমাত আর

---

[২] সূরা লোকমান, ৩১ : ৬-৭।

বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করত, যাতে মানুষ আনন্দের জগতে মগ্ন হয়ে দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়। আখিরাত ভুলে যায়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত এনে এই বিষয়টি বুঝিয়েছেন। আর আয়াতটি ব্যাপক। কেবল কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার সাথেই তা যুক্ত নয়।

وَ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত কিছু সংখ্যক এমন মানুষের জন্ম হবে, যারা শুধু ওই যুগে না এই যুগেও থাকবে। যারা لَهْوَ الْحَدِيْثِ ক্রয় করবে বা ব্যবহার করবে। দুই অর্থই হয়।

لَهْوَ الْحَدِيْثِ-এর অর্থ অনেক আছে। অনর্থক কথা, অনর্থক আয়োজন, খেলাধুলার সামগ্রী এরকম বিভিন্ন অর্থ সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে।

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ

অর্থাৎ মুসলমানদের ডাইরেক্ট শিরক-কুফর খাওয়ানো যাবে না। এ জন্য তারা বিনোদনের নামে খাওয়াবে। আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে সরাবে।

উক্ত আয়াত অনুযায়ী বুঝা যায়, কাফিররা গল্প কথা ও বিনোদনকে ব্যবহার করে মানুষকে দ্বীন থেকে সরিয়ে রাখে।

যারা এই অনর্থক কাজে-কথায় বা বিনোদনে জড়াবে তাদের অবস্থা কী হবে এটাও কুরআন অল্প ভাষায় বলে দিয়েছে।

وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ

অর্থাৎ দ্বীনকে তারা জীবনের টার্গেট হিসেবে নিতে পারবে না। দ্বীন তাদের কাছে একদম স্বাভাবিক মজাকের বস্তু হয়ে যাবে। আল্লাহর দ্বীনের প্রতি গুরুত্ব ও মর্যাদা থাকবে না।

বিনোদনের জগতে যারা ঢুকবে তাদের কাছে দ্বীন গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। তাদের সকাল-সন্ধ্যা, আলোচনা, কথা-কাজ সবকিছু বিনোদনকেন্দ্রিক হবে। দ্বীনকেন্দ্রিক হবে না। কুরআন স্পষ্ট ভাষায় তা বলেছে।

খেলাধুলা বা বিনোদনের জগতে যদি কাউকে আনা যায়, তা হলে তার কাছে দ্বীন

আর লক্ষ্যবস্তু থাকে না। দ্বীন জীবনের টার্গেট থাকে না। দ্বীন অনর্থক বস্তুর মতো মনে হয়। নামাজ পড়লে পড়ল, না পড়লে না পড়ল, পর্দা করলে করল, না করলে না করল, রোযা রাখলে রাখল, না রাখলে না রাখল... এরকম লক্ষ্যহীন বস্তুতে পরিণত হয় দ্বীন।

يَتَّخِذَهَا هُزُوًا-এর অর্থ এটাই।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।"

যখন বিনোদনের জগতে মানুষ হারিয়ে যায়, তখন তাদের অবস্থা কেমন হয়? এই কথাও কুরআন খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছে—

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا

যখন আমার আয়াত তাদের সামনে পেশ করা হয় অর্থাৎ যদি তাদের বলা হয় কেন তোমরা দুনিয়াতে এসেছ? কী উদ্দেশ্য নিয়ে দুনিয়াতে এসেছ? কেন তোমার জন্ম? কেন তোমার জীবন? কেন তোমার মরণ? কেন তোমার এই যৌবন? কেন তোমার এই মেধা?

এভাবে যে যা-ই বলুক, এতে তাদের প্রতিক্রিয়া কী হয় পরবর্তী আয়াতে তা বলা হয়েছে—

وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا

এসব কথাকে সে পেছনে ফেলে রাখে। এসব কথা নিতে পারে না সে। বরং বেপরোয়াভাবে শয়তানের মতো যুক্তি দিয়ে বলে, 'রাখো! এসব এই যুগে চলে না।

এত কড়াকড়িভাবে দুনিয়া চলে?

দ্বীনকে এত কঠিন করার দরকার কী?

আস্তে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

উম্মতের জন্য সহজ করা দরকার ইত্যাদি...

এভাবে সে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ফিরে যায়। সে ভাব নিয়ে ফিরে যায়। সে দ্বীন ছেড়ে দিচ্ছে তবুও ভাব নেয়। তাকাব্বুরি বা অহংকার করে।

كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا

যেন আল্লাহর এই বিধান সে শোনেই নাই। অথচ প্রত্যেকদিন সে শুনছে, জানছে।

كَأَنَّ فِيٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا

যেন তার দুই কানের ভেতর ছিপি এটে দেওয়া হয়েছে।

বিনোদনের জগতে যে একবার হারিয়ে যায়, যতই সে আল্লাহ তাআলার কথা শোনে সেই জগৎ সে ছাড়তে পারে না। যখন শোনে তখন কিছু প্রভাব পড়লেও পরবর্তীতে দিলের অবস্থা আগের মতোই হয়ে যায়। তাদের কানে আসলে মোহর পড়ে যায়। কুরআনের আয়াতে বা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসে জাহান্নামের যে ভীতিকর বর্ণনা রয়েছে, তা সে কানেই তোলে না!

মক্কার মুশরিকরাও এই কথা বুঝত যে, মানুষদেরকে মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সরাতে হলে, দ্বীন থেকে সরাতে হলে বিনোদন-খেলাধুলাকে ভালোলাগার বস্তু বানাতে হবে। ভালোবাসার বস্তু বানাতে হবে।

অথচ দ্বীন সর্বোচ্চ ভালোলাগার বস্তু হতে হবে। সর্বোচ্চ ভালোবাসার বস্তু হতে হবে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার প্রিয় বস্তু বা আপন কিছু নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকার যোগ্যতা দিয়েছেন। একজন মুসলমানের কাছে দ্বীন হবে সবচেয়ে প্রিয়, কুরআন হবে সবচেয়ে আপন, নামাজ হবে সবচেয়ে প্রশান্তির; কিন্তু সুকৌশলে বদদ্বীনের নামে নয় বরং বিনোদনের নামে খেলাধুলা, গান-সিনেমা-নাটক এসব মানুষের কাছে আপন করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে সকাল-সন্ধ্যা, দিন-রাত এসব নিয়েই কেটে যায় তার। এসব নিয়েই সে ব্যস্ত থাকে। এসব তার নেশার বস্তুতে পরিণত হয়।

তাই একজন মানুষ দ্বীন-ঈমান নিয়ে তখনই টিকে থাকতে পারে, যখন দ্বীন-ঈমান তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হবে, নেশার বস্তু হবে। আর যদি দ্বীন-ঈমানের জায়গায় অন্য কিছু তার প্রিয় বস্তু হয়, পছন্দের বস্তু হয় তবে সে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাবে, দ্বীন-ঈমানের ওপর টিকে থাকতে পারবে না।

বিনোদন মানুষকে কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কুরআন পড়ার মজা, কুরআন বোঝার মজা, নামাজে কুরআনের স্বাদ, দ্বীনের প্রতি সর্বোচ্চ আকর্ষণ অনুভব করা এই সবকিছু সে হারিয়ে ফেলে। এগুলো যে তার জীবনের লক্ষ্য ছিল এটা সে ভুলে যায়। বরং এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কথা তাকে বলা হলে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সে পাশ কাটিয়ে যায়।

বাবা, মা, সন্তান, শিক্ষক, সমাজ সবাই বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বুঝায় বিনোদন ছাড়া এভাবে তো চলা যায় না। চলা যাবে না। যে আল্লাহ এই জমিন দিলো, জীবন দিলো, সবকিছু দিলো এই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এই যুগে চলা যাবে না—এইটা বুঝাতে চেষ্টা করে সবাই। সবাই এই ঘোষণাই দেয়। আন্তর্জাতিক মহল থেকেও এই ঘোষণা করা হয়।

যারা গিটার বাজায়, গান শোনে, খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, বিনোদন জগতের সাথে সম্পর্ক রাখে তাকে দেশের সুনাগরিক হিসেবে তুলে ধরা হয়। আদর্শ মানুষ হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়। তাকে দেশ-রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর মনে করা হয়।

আর যারা এসব থেকে দূরে থাকে, গিটার ভেঙে ফেলে, নামাজ পড়তে চায়, আল্লাহকে নিয়ে থাকতে চায়, দ্বীন-ঈমান নিয়ে থাকতে চায়, তাকে সবাই ঝামেলা মনে করে। বাবা-মা, সন্তান, স্বামী-স্ত্রী, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকলেই তাকে বিরক্তিকর মনে করে।

যে বিনোদন-খেলাধুলা বা নাটক-সিনেমা মানুষকে দ্বীন থেকে সরানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, সেই বিনোদন বা খেলাধুলা বা নাটক-সিনেমা যে না-জায়িয এই ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একমত, এ ব্যাপারে কারও সন্দেহ নাই। তাই এটাকে শুধুই খেলাধুলা বা বিনোদন মনে করলে হবে না। বরং এগুলো আমাদের মাঝে ব্যাপকভাবে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। আমার বাবা-মা, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন সবার আমল-আখলাক নষ্ট করছে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নষ্ট করছে, আমাদের সমাজ নষ্ট করছে।

বহু আগেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কথা বলে দিয়েছেন। খেলাধুলা বা বিনোদনের জগতে যদি কেউ হারিয়ে যায়, তা হলে সে আর দ্বীনকে টার্গেট হিসেবে নিতে পারে না এবং ঈমানের পথ থেকে সে বহু দূরে সরে যায়।

আপনি কি মনে করেন এই বিশ্বকাপ খেলাগুলো স্বাভাবিক?

না। কখনোই না। এই বিশ্বকাপের মাধ্যমে বা খেলাধুলা বা বিনোদনের নামে যত আয়োজন আছে, এসব আয়োজন মুসলমান যুবক-যুবতীদের দ্বীনকে টার্গেট হিসেবে নেওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। দ্বীন-ঈমানের জায়গায় ভিন্ন কিছু তাদের আলোচনার বস্তু, মহাব্বতের বস্তু, ভালোলাগার বস্তু, নেশার বস্তু বানিয়ে দেয়।

আল্লাহর দুশমনদের এসব আয়োজন ছোটবেলা থেকেই চলতে থাকে। মুসলমান শিশু-কিশোর, যুবক-তরুণদেরকে কখনো গেমস, কখনো নাটক, কখনো সিনেমা ইত্যাদি হরেক রকম অনর্থক বিষয়াদিতে আসক্ত করতে থাকে, যাতে সে অন্য কোনো দিকে মনোযোগ না দিতে পারে। একটার পর একটা তৈরি আছে। হরেক রকম স্বাদ তার কাছে আসতে থাকে। এভাবে আসতে আসতে আসল কুরআনের স্বাদ সে হারিয়ে ফেলে। কুরআনের সর্বোচ্চ স্বাদ ছাড়া, কুরআনের প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা ছাড়া একজন মানুষ কখনো ঈমান টিকিয়ে রাখতে পারবে না। দ্বীনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে না নিলে ঈমান অবিচল রাখতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা নিজেই তা বলেছেন।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٧

“যখন ওদের সামনে আমার আয়তসমূহ পাঠ করা হয়, তখন ওরা দম্ভের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা শুনতেই পায়নি অথবা যেন ওদের দুই কান বধির। সুতরাং ওদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।”[৩]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এই দ্বীন থেকে তারাই সরে যাবে, যারা এই দ্বীনকে টার্গেটের বস্তু রাখতে পারবে না। কুরআনের আয়াত, দ্বীনের সুস্পষ্ট বিধান শুনলেও ভিন্ন কিছু বলবে । ভিন্ন যুক্তি দেবে। مُسْتَكْبِرًا মানে সে নিজের পক্ষেই সাফাই গাইবে। একেবারে সুস্পষ্ট আয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। তবে সরাসরি না, দলীল দিয়ে। যেমন শয়তান বলেছে, خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ‘আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর আদমকে মাটি থেকে।’ অর্থাৎ শয়তান বলতে চায়, আগুন তো

[৩] সূরা লোকমান, ৩১ : ৭।

মাটির চেয়ে উত্তম আর আগুন ওপরে ওঠে, তাই আদম আমাকে সাজদা দেবে। আমি কেন আদমকে সাজদা দেবো?

এভাবে যুক্তি দেবে। এখন যুক্তির বাজার অনেক মজবুত। যুক্তি দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহকে বাদ দেওয়া হচ্ছে, যুক্তি দিয়ে সালাতকে বাদ দেওয়া হচ্ছে, যুক্তি দিয়ে যাকাতকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন যুক্তিবাদী এখন একবারে ক্লীন শেভ করে অথবা দাড়ি রেখে, বড় বড় অধ্যক্ষর উপাধি ধারণ করে যুক্তি দিয়ে ইসলামের ওপর আঘাত হানছে। তারা বলে, সুন্নাহর যে সালাত, হাদীসের যেই সালাত আর কুরআনের সালাত এক না। এভাবে সালাত থেকে, দ্বীন থেকে মানুষকে সরাচ্ছে তারা। যুক্তি দিয়ে মানুষকে দ্বীন থেকে সরানোর সেরা এই বর্তমান যুগ। এর থেকে আরও বড় যুগ কোনো কালে ছিল কি না আমি জানি না।

আসলে একজন মানুষকে দ্বীনের ওপরে থাকার জন্য দ্বীনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইশকের বা মহাব্বতের বস্তু বানাতে হবে। সর্বোচ্চ ভালোলাগার বস্তু বানাতে হবে, কুরআনকে ভালোলাগার বস্তু বানাতে হবে। আর বিনোদনকে যারা আপন করে নেয়, তারা কুরআনকে আপন বানাতে পারে না, এরা দ্বীনকে আপন করতে পারে না। বরং দ্বীনের সুস্পষ্ট কথা শুনলেও বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা সে পেশ করে।

দ্বিতীয় : মুহাম্মাদে আরাবি (ﷺ)-কে আদর্শের জায়গা থেকে সরিয়ে দেয়, আর তদস্থলে বিনোদন তারকাদের বসিয়ে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"[৪]

আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

[৪] সূরা আহযাব, : ২১।

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

"ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কেউ (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না। যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান, পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ থেকে বেশি প্রিয় হব।"[৫]

একজন মানুষের দ্বীন-ঈমান রক্ষার জন্য সর্বপ্রথম যা জরুরি, তা হলো দ্বীনকে সর্বোচ্চ ভালোবাসা। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সর্বোচ্চ ভালোবাসা। এটা যদি কারও না থাকে, তা হলে তার ঈমানই নাই।

আর ভালোবাসা মানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা। কুরআনের ভাষায় বুঝা যায়, فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জীবনের আইকন এবং আদর্শ বানাতে হবে, তা হলে আল্লাহ তাআলা আমাদের ভালোবাসবেন। রাসূলের জীবন অনুযায়ী জীবনকে সাজানোকেই বলে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। যার প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা হয়, মানুষ তার প্রত্যেকটা কথা ও কাজ মেনে চলে। তাই রাসূলুল্লাহকে দিলের সর্বোচ্চ স্থানে জায়গা দেওয়ার জন্য আমাকে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন আদর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। আমার উঠা-বসাসহ প্রতিটি চিন্তা-ভাবনায়, কথা-কাজে, চালচলনে রাসূলুল্লাহ (সল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন আদর্শ থাকার নাম হলো সর্বোচ্চ ভালোবাসা।

জীবন আদর্শ মানতে হলে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনী জানতে হবে। এর পরে জীবনে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে। এভাবেই চূড়ান্ত পর্যায়ের ভালোবাসার বাস্তবায়ন হবে।

এখন আমার অজান্তেই রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভালোবাসার জায়গায় বিনোদন ও ক্রীড়া জগতের ব্যক্তিদেরকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যারা আল্লাহর দুশমন, তাদেরকে আমার অন্তরে ফিট করে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমি বেখবর। আমার অজান্তে আমার ছোট বাচ্চা, আমার যুবক ছেলে, আমার যুবতী মেয়ে, আমাদের বয়োবৃদ্ধ লোকটার দিলের ভেতরে রাসূলুল্লাহকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে ইমপোর্ট করে দেওয়া হয়েছে। এখন সে খেলোয়াড়ের জন্ম কবে,

[৫] বুখারি, ১৫; মুসলিম, ৪৪।

বিয়ে করেছে কবে, কাকে বিয়ে করেছে, সন্তান কয়টা, কবে সন্তান পেটের ভেতর এসেছে এবং ওই বিবির পেটটা কতটুকু তার ছবিসহ, এরপর কবে জন্মগ্রহণ করেছে, কী নাম রেখেছে, বউকে নিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরতে গেছে, কবে কয়টা ছক্কা মেরেছে, চার মেরেছে, কবে কয়টা গোল দিয়েছে—এই সবকিছুই তার দিলের ভেতরে মজবুতির সাথে জায়গা করে নিয়েছে।

তাহলে আপনি এই বিষয়টা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, কত ভয়াবহ পরিণতির দিকে আমরা যাচ্ছি!

একজন ঈমানদারের কাজ ছিল তার ছোট্ট সন্তানের পুরা দিলের ভেতরে মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছবি একেঁ দেওয়া। যাতে বাস্তব জীবনে সে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকনির্দেশনা, চাল-চলন অনুযায়ী জীবন সাজাতে পারে।

কিন্তু ওই জায়গায় আমাদের ছোট বাচ্চার অন্তরে বিনোদন জগতের লোকদের ছবি এঁকে দেওয়া হয়েছে এবং এই ছবিগুলো বিভিন্ন স্টিকারের মাধ্যমে, চুইংগামের মাধ্যমে, চকলেটের মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার ছোট ছোট ছবিও পাওয়া যায়। তো ওই ছবিগুলো সে যত্ন করে ঘরের বাক্সের ভেতরে রেখেছে, যে বই পড়ে, ওই বইয়ের ওপর লাগিয়েছে, কখনো গালে লাগিয়ছে, কখনো হাতে লাগিয়ে মজা পেয়েছে। এই যে ওর অন্তরে যে ছবি সেই ছবি সে সব জায়গায় ছড়াচ্ছে। কারণ এটাই নিয়ম। অন্তরে ছবি আঁকার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে যোগ্যতা দিয়েছেন। অন্তরে কারও না কারও ছবি আঁকতে হয়। এটা দুশমনরাও জানে। এ জন্য বিনোদন জগতে যারা আছে, তাদের ছবি বাচ্চাদের অন্তরে একেঁ দেওয়া হয়েছে। বিনোদন জগতের যাকে সে ভালোবাসে, তার ফলোয়ার হিসেবে সে নিজের নাম লিখিয়েছে। ফলোয়ার আর আরবি শব্দ مُتَّبِعٌ (মুত্তাবি') একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। مُتَّبِعٌ মানে অনুসারী। আর ফলোয়ার মানেও অনুসারী।

তুমি কী? তুমি হলে ফলোয়ার বা মুত্তাবি'। তুমি কার অনুসারী? লম্পটের অনুসারী। তুমি বিনোদন জগতের অনুসারী। তুমি রাসূলের অনুসারী না। তুমি রাসূলের উম্মাত না, তুমি ওর উম্মাত। তুমি তো ওর ফলোয়ার।

আবার শুধু ফলোয়ার হয়েই থেমে থাকেনি। ফলোয়ারের পরে ফ্যানও হয়েছে!

ফ্যান-ফলোয়ার হয়ে কী হয়েছে? মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ থেকে সরে লম্পটের আদর্শের অনুসারী হয়েছে।

ভালো করে বোঝা দরকার। একজন মানুষ মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য জীবন দিতে পারে, অথবা মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ যারা লালন করে, তাদের জন্য জীবন দিতে পারে। কিন্তু ওই জায়গায় সে বিনোদন জগতের লম্পটদের ফ্যান/ফলোয়ার হয়েছে। সে তার জীবন ও যৌবনকে ওই পথে উৎসর্গ করতে চায়, যে পথে একজন লম্পট চলে। একজন বোরকাওয়ালিও বিশ্বের সবচেয়ে বড় লম্পটের হাতে চুমো খেয়ে মনে করে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা আমি পেয়ে গেছি। এর কারণ কী?

ওই যে আমরা দিলে লম্পটের ছবি একেঁছিলাম। এখন বোরকাওয়ালির দিলেও ছবি আঁকা হয়েছে। কিন্তু কার ছবি আঁকা হয়েছে? দুনিয়ার সবচেয়ে বড় লম্পট হাজারো বেশ্যার জন্মদাতা, যে হাজারো বেশ্যা ঘরে ঘরে তৈরি করছে, ওর হাতে একজন বোরকাওয়ালি চুমো দিয়ে বুঝাতে চাচ্ছে সে জীবনের সবচেয়ে বড় আশা পূরণ করেছে। এটা শুধু এক বোরকাওয়ালির অবস্থা নয়, এটা আমাদের সবারই অবস্থা। এক লম্পট এলে সবাই মিলে একটা অটোগ্রাফের জন্য আমরা প্রতিযোগিতা শুরু করে দিই! আর সে অটোগ্রাফ আজীবন জমা করে রাখি আর সবাইকে দেখাই এবং জানাই যে, ‘দেখো আমার কাছে অমুক লম্পটের অটোগ্রাফ আছে।’

এর মানে কী?

এর মানে হলো আমাদের এই আচরণ প্রমাণ করে যে, আমরা ওই লম্পটের সাথে কিয়ামাতের দিন জমা হতে চাই। আর সাক্ষী হিসেবে রেখে দিয়েছি ওই অটোগ্রাফ। আল্লাহকে দেখাব এটা। বলব, ‘আল্লাহ! দেখো।’

প্লেয়ারদের জার্সির নিজস্ব নাম্বার থাকে না? খেলার সময় এই নাম্বার দিয়ে খেলায় নামায় আর এই নাম্বার দিয়ে উঠায়। আমি তো ওই অটোগ্রাফ রেখে দিয়েছি। কিয়ামাতের দিন সেটা বের করে আল্লাহকে দেখাব, ‘এই যে আল্লাহ, অটোগ্রাফ! আমারে ওর সাথে জমা করে দিয়ো।’ এই অটোগ্রাফ দেখিয়ে আমরা কিয়ামাতের দিন এই লম্পটের সাথে মিলিত হব, জমা হব। আল-ইয়াযু বিল্লাহ!

হ্যাঁ, আমাদের অবস্থা এখন এটাই! দাড়িওয়ালারা পাগল হয়ে যায়, টুপিওয়ালারা

পাগল হয়ে যায়, নামাজিরা পাগল হয়ে যায় অটোগ্রাফের জন্য! বলে, 'তাড়াতাড়ি একটা অটোগ্রাফ।'

কেন?

ওই কিয়ামাতের দিন এই নাম্বার দেখে এই অটোগ্রাফ দেখে আমাকে আল্লাহ তাআলা ডাকবেন।

এসব কথা হালকা মনে করে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নাই।

এই জগতে দিলে যার ছবি আঁকতে হবে, দিলের ভেতরে যার ভালোবাসা স্থান দিতে হবে, তিনি হলেন মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। শয়নে, স্বপনে উভয় অবস্থায় একমাত্র মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিই নিবেদিত থাকতে হবে, কেবল তাঁকেই আদর্শ হিসেবে মানতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যদি স্বপ্নে দেখো, হাদীসের ঘোষণা অনুযায়ী তুমি সত্যিই মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছ।

বান্দার ব্যাকুলতা এত যে, সে বলে, যাকে ভালোবাসি তাকে তো দেখলাম না!

আল্লাহ বলেন, আমি ব্যবস্থা করে দিলাম। তুমি স্বপ্নে যদি তাকে দেখো, তবে বাস্তবেই তাকে দেখার যেই স্বাদ, তুমি সেই স্বাদ পূরণ করতে পেরেছ।

কিন্তু এখনো আমরা আমাদের দিলে আঁকতে পারিনি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে। এখন আমরা কত কিছু স্বপ্নে দেখি; কিন্তু মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখি না। কারণ দিলের ভেতর ওই ছবি আঁকা নাই।

আমার সন্তান, আমার মেয়ে অমুক প্লেয়ারের ছবি, এমনকি নগ্ন প্লেয়ারের ছবি, বিনোদন জগতের লম্পটদের অর্ধনগ্ন ছবি গালে লাগাচ্ছে! লাগিয়ে আবার ক্যামেরার সামনে নিজেকে পেশ করছে! সবাইকে বুঝাচ্ছে, 'দেখো, তোমরা সবাই ছবি উঠিয়ে রাখো। কেননা কিয়ামাতের দিন আমি ওর সাথেই উঠব। তোমরা ছবি তুলে রাখো!'

আসলে বিনোদন জগতের বিষয়টা আমরা এত গভীরভাবে চিন্তা না করলেও

বাস্তবে কিন্তু এ নিয়ে কাফিরদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে। মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছবি যে যুবকদের, বাচ্চাদের, বুড়োদের জীবনে আঁকা দরকার ছিল, তা আমরা আঁকতে পারিনি। যে ছবি হৃদয়ে আঁকলে কবরে গিয়ে ওই ছবি দেখার সাথে সাথে বলত, এই তো সেই ছবি যে ছবি আমরা বহুদিন ধরে আমাদের দিলের ভেতরে এঁকে আসছি! আজকে এই ছবি সরাসরি দেখছি! কত ভালো লাগবে, কল্পনা করুন তো! হে আল্লাহ! সে সৌভাগ্য আমাদেরকে দান করো।

কিন্তু কাফিরদের সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমি আমার হৃদয়ে খেলোয়াড়ের ছবি এঁকেছি। আমি বিনোদন জগতের, লম্পটদের ছবি এঁকেছি। যারা আল্লাহ তাআলার দুশমন। কবরে আমি মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছবি দেখলে বলব, هَا هَا لَا أَدْرِيْ 'হায়! হায়! আমি তো কিছু জানি না' এ কথা আমি অবশ্যই বলব। (আল্লাহ তাআলার পানাহ!)

চিন্তা করে দেখুন, আমার ছোট বাচ্চা মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামটাও শুদ্ধ করে পড়তে পারে না। মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন সম্পর্কে কিছুই জানে না। রাসূলুল্লাহর জীবন আদর্শের অংশগুলো কীভাবে অনুসরণ করতে হয় আমার ছেলে জানেই না। আমিও জানি না, আমার বাপ-মাও জানে না। ফলে এমন একটা পরিবার, এমন একটা সমাজ তৈরি হয়েছে, যেখানের বাচ্চা, যুবক, বুড়ো কেউই জানে না মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখতে কেমন ছিলেন? মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) কীভাবে খেতেন? কীভাবে হাঁটতেন? কী ধরনের চিন্তা-চেতনা লালন করতেন? কীভাবে উম্মতের ফিকির করতেন? দ্বীনের ফিকির করতেন?

আমরা কখনোই এই ছবি দিলের ভেতর ধারণ করি নাই।

বরং বাচ্চা জন্ম হওয়ার সময় থেকেই আমাদের স্ত্রীরা পুরা অবসর সময়টুকু বিনোদন জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। গর্ভকালীন অসুস্থ অবস্থায় ফোন বা অন্য কিছু আমরা তার হাতে ধরিয়ে দিই। ফলে অবসরটা সে এমনভাবে কাটিয়েছে, কুরআন তিলাওয়াতে তার কোনো স্বাদ আসে নাই। সে বিছানায় শুয়ে আছে কিন্তু তার কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই, স্বাদ নেই। 'সুবহানাল্লাহ'র ভেতরে